সংবাদ

তারিখ 12 MAY 2003
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

আটোয়ারী আদর্শ মহিলা কলেজ

দলীয়করণের মাধ্যমে অযোগ্য প্রার্থীকে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগের অভিযোগ

পঞ্চগড় থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পঞ্চগড়ের আটোয়ারী আদর্শ মহিলা কলেজে অধ্যক্ষ নিয়োগে দলীয়করণ ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ উঠেছে। ক্ষমতাসীন দলের এক প্রভাবশালী নেতার প্রিয়জন ও দলীয় আনুগত্যকে যোগ্যতার মাপকাঠী হিসেবে বিবেচনা করে সিলেকশন বোর্ড সরকারি সার্কুলারের শর্তাবলি ভঙ্গ করে তড়িঘড়ি ওই অধ্যক্ষ নিয়োগ করায় এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, সম্প্রতি ওই কলেজে অধ্যক্ষ নিয়োগের নিমিত্তে স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। বিজ্ঞপ্তিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়, অধ্যক্ষ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে অবশ্যই ৫ বছরের সহকারী অধ্যাপকের অভিজ্ঞতাসহ শিক্ষকতার ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সে অনুযায়ী ওই পদে মো. মমিনুল ইসলাম, রইসউজ্জামান, ইয়ামুল হক, নজরুল ইসলাম ও মো. আবদুল মান্নান অবেদন করেন।

এরপর বাছাই কমিটি আবেদনকারী প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও অভিজ্ঞতার সনদপত্র যাচাই- বাছাই করে দেখতে পান যে বিজ্ঞপ্তির শর্তানুযায়ী একমাত্র মো. মমিনুল ইসলামের আবেদনটি বৈধ হয়। বাকি ৪টি আবেদন বিজ্ঞপ্তির শর্ত বহির্ভূত। বাধ্য হয়ে কমিটি পুনরায় পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে পুনরায় দরখাস্ত আহ্বান করে।

বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর প্রয়োজনীয় শর্তাবলি মেনে ইয়াহিয়ামুল হক, মো. তোয়াবুর রহমান ও পূর্বে আবেদনকৃত বৈধ প্রার্থী মো. মমিনুল ইসলামসহ কয়েকজন আবেদন করেন। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি, বৈধ প্রার্থীদের আবেদন বিবেচনায় না এনে বা তাদের মেধায় ভিত্তিতে মূল্যায়ন না করে সংশ্লিষ্ট নিয়োগ কমিটি ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী নেতাকে খুশি করতে তার আশির্বাদপুষ্ট প্রার্থী মো. আবদুল মান্নানকেই মৌখিকভাবে সিলেকশনপূর্বক নিয়োগপত্র প্রদান করেন। যদিও মো. আবদুল মান্নান নামে এ প্রার্থী প্রথমেই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির বর্ণিত শর্তানুযায়ী সম্পূর্ণ অযোগ্য বিবেচিত হয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন।

এ ব্যাপারে নিয়োগ কমিটির সভাপতি ও পঞ্চগড়ের জেলা প্রশাসক আফতাব হাসানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তিনি ঘটনা সম্পর্কে অবগত নন বলে জানান। এ ধরনের কোন অনিয়ম ঘটে থাকলে তিনি ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান।